জেলায় পেট্রোপণ্য ও রান্নার গ্যাস সহ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সংযুক্ত মোর্চা

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ মার্চ, ২০২১

৪৪ বর্ষ ১০ সংখ্যা ৮ মার্চ, ২০২১, সোমবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মার্চ : পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের আকাশমুখী মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব হল নবগঠিত সংযুক্ত মোর্চা জেলা জুড়ে। ৬ মার্চ যৌথ কর্মসূচি হিসাবে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তার সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন বর্ধমান জেলার সর্বত্র মিছিল, পথসভা স্কোয়াডের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম বাজারে মিছিল ও পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার ও মোর্চার নেতৃবৃন্দ।

কালনার বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও মিছিল হয়। কালনা-২ কৃষকসভা ও খেতমজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে সেনেরডাঙ্গায় মিছিল ও পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন মহম্মদ আলি, সুভাষ নন্দী, গোপাল মণ্ডল প্রমুখ। মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে কৃষক উৎপাদিত ফসলের দাম নেই অথচ অত্যাবশ্যকীয় পেট্রোপণ্যের দাম আকাশচুম্বী। কালনা শহরে চকবাজারে সিপিআই(এম) দপ্তরের সামনে থেকে এক বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিলের শেষে পথসভা হয়। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন জনা পাল, স্বপন ব্যানার্জী, অরিজিৎ রায়, অরুণাভ চক্রবর্তী প্রমুখ। কালনা-১, পূর্বস্থলী, ভাতাড়, গুসকরা, মেমারি প্রভৃতি জায়গায় এদিন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যৌথ সভা হয়েছে।

জঙ্গলমহলে প্রতিরোধ করতে হবে ভোট লুটেরাদের : মল্লিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ৭ মার্চ : জঙ্গলমহল এলাকায় আগামী নির্বাচনের ভোট লুটেরা বাহিনীদের বিরুদ্ধে প্রতিটি বুথেই প্রমীলা বাহিনী গড়ে প্রতিরোধে গড়ে তুলতে আহ্বান জানালেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। শালপিয়াল ঘেরা জঙ্গলমহলের অমরপুর অঞ্চলে হেদগড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রাখহরি রায়। এছাড়াও বক্তব্য

—এরপর চারের পাতায়

৪৩তম বর্ধমান বইমেলা শেষ হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মার্চ : শেষ হল অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত বর্ধমান বইমেলা। ২৬ ফেব্রুয়ারি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিমাইচন্দ্র সাহা। এবারে মেলায় মোট ১০৯টি পুস্তক বিপণী স্টলের পাশাপাশি ১১টি লিটল ম্যাগাজিন-এর স্টল ছিল। ডিজিটাল যুগেও লেখক পাঠক পুস্তকপ্রেমী মানুষের শ্রেষ্ঠ উৎসব বইমেলার আকর্ষণ দুর্নিবার। এবছরের দেবপ্রসন্ন পুরস্কার পেয়েছে নাদনঘাট শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ। প্রতিদিন ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাচক্র। এবারের সমীরণ স্মৃতি সাহিত্য সংস্কৃতি পুরস্কার পেছেন গবেষক সর্বজিৎ যশ। অভিযান সাহিত্য সম্মাননা পেয়েছেন, রূপক মিত্র। কবি কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু স্মারক কবি সম্মান পেয়েছেন কবি আবু মনিরুদ্দিন ও লক্ষীনারায়ণ আদিত্য। বইমেলায় ২ মার্চ কবিতা পাঠের আসরে শতাধিক কবি অংশ নেন। বইমেলাকে ঘিরে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন বিশ্বনাথ নায়েক-এর কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তাঞ্জলি' যেটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট কবি কার্তিক গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিনব নারী দিবস পালনের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মার্চ : অভিনব নারী দিবস পালনের উদ্যোগ নিল জৌগাছা যুবশক্তি ফাউন্ডেশন। ৮ মার্চ নারী দিবসকে সামনে রেখে ৪ মার্চ নবদ্বীপ ঘাট থেকে ভাগীরথীবক্ষে শুরু হয় নৌকা যাত্রা। এই যাত্রা কালনা, ত্রিবেণী, চন্দননগর হয়ে হাওড়ার রামকৃষ্ণ ঘাটে ৮ মার্চ শেষ হবে। পাঁচটি পানসি নৌকায় রয়েছেন ৮ জন নারী এবং তিনজন গাইড। নবদ্বীপ থেকে হাওড়ার রামকৃষ্ণ ঘাট পর্যন্ত ১৮০ কিমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে লাগবে পাঁচদিন। এই দীর্ঘ নৌকাযাত্রার মাঝে এলাকার মানুষকে সচেতন করতে তাঁরা কিছু জনহিতকর প্রচার চালাবেন। সেই প্রচার এর মধ্যে রয়েছে গঙ্গা দূষণ ও গঙ্গা ভাঙন রোধ। মহিলাদের অধিকার সহ জলজ প্রাণী বাঁচানো। মহিলাদের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ভাগীরথী নদী-পাড়ের মানুষ।

রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানাগড়, ৭ মার্চ : 'সৃজনের পঞ্চাশ : ফসলের বিদ্রোহ' বিষয়কে সামনে রেখে পঞ্চদশ বর্ষ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হল পানাগড় গ্রামে। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সম্পাদক রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত কবি বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়। এবারের রাঢ় বাংলা সম্মাননাপ্রাপ্ত কবি ও সাহিত্যিক শিবানন্দ পাল। শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি আশিষ ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অনুপ মিত্র। উদ্বোধনী ভাষণে বাচিক শিল্পী ও কবি রজত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ফ্যাসিবাদের

—এরপর চারের পাতায়

ভোটের রাজনীতিতে চড়ছে পারদ, বাড়ছে আলুচাষিদের লোকসান

কিশোর মাকর

জেলাতে আলুচাষির আত্মহত্যা বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজ্যের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল মুখ থুবড়ে পড়েছে। গতবার যেখানে সরকার দশ টাকা কেজি আলু কিনেছিলো। সরকার ছ'টাকা কেজি আলু কিনবে বলে দায় সেরেছে। ভোটের গেরোয় তাও শিকেয় উঠেছে। জলদি আলু পোখরাজ আলু ওঠার পর জ্যোতি আলু তোলার কাজ চলছে জোর কদমে। ৩ মার্চ মাঠে বিক্রি হয় ৭ টাকা কেজি। এক কেজি আলু চাষের খরচ ৯ টাকা। অথচ কেন্দ্র বলছে চাষির আয় দ্বিগুণ করে দিয়েছি তো রাজ্য বলছে তিনগুণ করেছি। অথচ দেনার দায়ে আত্মঘাতী আকছার ঘটেছে।

চুক্তিতে পাঁচ বিঘা আলু চাষ করে লোকসানে পড়ে দেনার দায়ে কালনার চাষি হাসেম মল্লিক (৬৫) কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃতের বড় ছেলে আনসার মল্লিক জানান চুক্তিতে চাষ করে জলদি জাতের আলু পোখরাজ ২০০ টাকা বস্তা (৫০) কেজি বিক্রি হয়। ভেবেছিলেন জ্যোতি আলুতে গতবারের মত দাম পাওয়া যাবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি মাঠে আলু তুলে বিক্রি হয় ৩০০ টাকা বস্তা। ২০ বস্তা মালিককে দিয়ে বিঘা পিছু ৬০ বস্তা আলু বিক্রি করে পাওয়া যায় ১৮০০০ টাকা। খরচ যেখানে ৩৫০০০ টাকা। অর্থাৎ বিঘা পিছু লোকসান ১৭০০০ টাকা। ধারকর্জ করে আলু চাষ করেন বাবা। দীর্ঘ লকডাউনে দেনা বাড়তে থাকে। ভাইদের পরিযায়ী

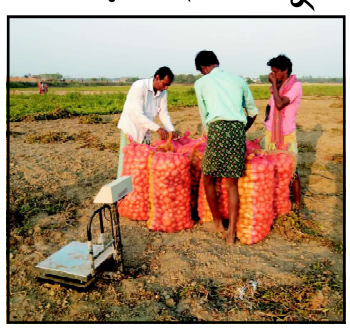

কাজ হারাতে হয়। সব কিছু মিলে বাবা নিজে মুক্তি পেতে ১ মার্চ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। খবর লেখাকালীন আরও আত্মহত্যার খবর আসে।

মেমারির নিমো গ্রামের চাষি সুফল ঘোষ ৪ বিঘা চাষ করেন। বিঘাপিছু ১০০০০ টাকা লোকসানে পড়েন। তিনি জানান সরকার এই সময় গতবারের মত ১০ টাকা কেজি কিনলে যাহোক দুমুখ সমান হতো। গতবার খরচ কম ছিলো বলে ১০ টাকা কেজি বিক্রি করে লাভের কড়ি ঘরে তুলেছি। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জনৈক বর্ধমানে আলুর আড়তদার জানালেন গতবার সরকার ১০ টাকা কেজি আলু কিনে ২৫ টাকা কেজি বিক্রি করে ৫০০ কোটি টাকা লাভের কড়ি রাজকোষে জমা হয়, যা দিয়ে ভোটকুশলি পি কে-র পারিশ্রমিক হবে। এবার সরকারের সদিচ্ছার অভাবে আলুচাষিরা সংকটে।

এবার জেলাতে আলুচাষ হয়েছে ৭৩ হাজার ৬৭৬ হেক্টর জমিতে।

—এরপর চারের পাতায়

বামপন্থা চিরজীবী হোক, সাম্প্রদায়িকতা নিপাত যাক

রত্না রশীদ

ছোটবেলায় বাবা বলেছিলেন, সাম্যবাদের চেয়ে বড়ো কোনো কথা হয় না। সবাই সমান, এর চেয়ে বড়ো তত্ত্ব হয় না। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ এক—সবসময় এটাই মনে রাখবে।

তো সেটাই জীবনের ধর্ম বলে মেনে এসেছি এতোকাল। বাধা-বিঘ্নকে পাত্তা দিইনি কোনদিন। আজ এতোবছর পর টিভিতে যখন দেখলাম নমস্য সাদা মাথা সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব টুপি পরা একজনের সাথে হাতে হাত বেঁধে ব্রিগেডের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম, অ-নে-ক ক্ষণ। রাতে খেতে পারিনি। তারপর দুদিন ধরে বন্ধু-বান্ধবের তির্যক মন্তব্য গিললাম।

আবেগ থিতিয়ে এলে একটু ভাববার সুযোগ আসে। ওই পাকা মাথা নমস্য মানুষটি যখন সারির প্রথমে আছেন, তখন ভাবতে আমি বাধ্য। কখনো কোনোদিন কারো সঙ্গে কম্প্রোমাইজ না করা ব্যক্তিটি যখন সামনে আছেন, তখন বোধহয় এতোটা উতলা হওয়া আমার সাজে না। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত। ওই টুপি পরা ব্যক্তিটির সম্পর্কে তার কিছু ভিডিও বক্তৃতা বিতৃষ্ণ করেছিল, কিন্তু পরে যখন দেখলাম বা বুঝলাম যে ওই ব্যক্তিটিকে অতো গুরুত্ব দেবার কিছু নেই, আই.এস.এফ নামক সংগঠনের একজন হয়ে তিনি এসেছেন। এই আই.এস.এফ-এর কম্পোজিশনটা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম—

১) রাষ্ট্রীয় দলিত একতা মঞ্চ
২) অখিল ভারতীয় বিকাশ পরিষদ

—এরপর চারের পাতায়

সন্ধিক্ষণে কর্তব্য

গৌরব চক্রবর্তী

বামপন্থীরা কি নিজের ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা হারালো? এই প্রশ্নটার কোনো উত্তর বামপন্থী কর্মী হিসেবে দেওয়ার কোনো মানে নেই। একটি মৌলবাদী ও অগণতান্ত্রিক শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য সমস্ত রকম শোষিত নিপীড়িত শক্তির ঐক্যে কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। আই.এস.এফ একটি মোর্চা যাতে রয়েছে আমাদের রাজ্যে ও দেশের ৯টি পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের দল বা সংগঠন যাদের প্রকৃতপক্ষে বামপন্থীদের সঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু তা না হয়ে তারা পরিচিতির রাজনীতিতে সরব। আজ তাদের সঙ্গে জোট হয়েছে। এর ফলে আমাদের সমাজের এই পেছিয়েপড়া অংশের মানুষের সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের মেলবন্ধন যদি দৃঢ় হয় তাহলে আগামী দিনে শ্রেণি-আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পাবে—এই সম্ভাবনাময় দিকটিও খোলা থাকছে। দেশের ও রাজ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে আজ সেই অবস্থা তৈরি হয়েছে। সি.এ.এ, এন.আর.সি নিয়ে সংখ্যালঘু নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয় জাগার ফলে এই অবস্থা তৈরি হল। এন.সি.আর.বি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক ঘন্টায় চারটে করে ধর্ষণ হওয়ার রেকর্ড হয়েছে দেশে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দেশের পিছিয়ে পড়া অংশ আতঙ্কিত। পরিচিতি সত্তাকে আঁকড়েই তারা জোটবদ্ধ হবার বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছে। পূর্বের ভুলকে কপচিয়ে সেরকম কোনো লাভ নেই, কিন্তু পূর্বের

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৮ মার্চ, ২০২১

আচ্ছে দিনের ছেঁকা

২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ‘আচ্ছে দিন’-এর স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষমতায় আসে। রাজনীতির কূটকৌশল না-বোঝা মানুষ ‘লৌহপুরুষ’ মোদী মসনদে বসলে কাজ হবে, রোজগার হবে, জিনিষপত্রের দাম কমবে এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে বিজেপি-কে ভোট দেয়। ‘নোট বন্দী’-র ধাক্কা খেয়েও ছদ্ম দেশপ্রেমের ভাঁওতায় বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ কর্পোরেটদাস মোদীজিকে ভোট দিয়ে ২০১৯ সালে ক্ষমতায় আনে। কিন্তু আজ মানুষ হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে ‘আচ্ছে দিন’ কাকে বলে! নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেছে, তবু চৌকিদারের ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা সবার জানা যে বিনিয়ন্ত্রণের যুগে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে, দেশের বাজারেও তার দাম বাড়বে। কিন্তু মানুষ যেটা জানতে চায়, ২০০৮ সালে অপরিশোধিত তেলের ব্যারেল পিছু দাম যখন ১৪৭ টাকা তখন এক লিটার পেট্রোল ৪৫ টাকায় পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে সেই দাম যখন ৬১ টাকা প্রতি ব্যারেল হল, তখন দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোলের লিটার ৯০ টাকা ছাড়িয়ে গেল কেন? মোদীজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পেট্রোলের দাম ৪০ টাকা হবে—আর আজ তাঁর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ‘ধর্মসংকটের’ কথা বলছেন। একটি হিসেব থেকে জানা যায় বর্তমান সময়ে এক লিটার পেট্রোলের ক্রয়মূল্য প্রায় ৩২ টাকা। তার ওপর কেন্দ্রীয় শুল্ক ও রাজ্য শুল্ক যথাক্রমে ৩২.৯০ টাকা ও ৩১.৮০ টাকা। অর্থাৎ এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে বাড়তি খরচের যুক্তি আসলে অজুহাত মাত্র। আজকের দিনে পেট্রোল ডিজেল ছাড়া চলবে না। তাই জনবিরোধী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সস্তায় রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোল-ডিজেলের দামকে আকাশছোঁয়া করে তুলেছে। আর পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়লে পরিবহন খরচ বাড়বে, অন্যান্য সব জিনিসের দাম বাড়বে, বলাই বাহুল্য। রাজ্য সরকার তার খয়রাতি খরচ তোলার এমন সহজ রাস্তা পেয়ে মৌনব্রত নিয়েছে।

শুধু পেট্রোল-ডিজেল কেন, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির আগুন হেঁসেলে ঢুকে পড়েছে। ৩০ নভেম্বর ২০২০ সালে রান্নার গ্যাসের দাম যেখানে ছিল সিলিন্ডার পিছু ৫৯৪ টাকা, মাত্র দু’মাসে তা বেড়ে মার্চের প্রথমে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮২০ টাকা। ২ টাকা কেজি চাল ৮২০ টাকার গ্যাসে ফুটিয়ে খেতে পারবে মানুষ? ‘প্রধান মন্ত্রী উজালা যোজনা’-র ফাঁদে পড়ে গরিব মানুষ আক্ষরিক অর্থে সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। ‘বিকাশ হোগা তো মেহঙ্গাই হোগি জি’—ব্যাঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছা ঘুম ভাঙছে না। শুধু পেট্রোলিয়াম জাত পণ্যের দাম বেড়েছে? ৪০০ বা তার বেশি ইউনিট বিদ্যুতের দাম দিল্লির শহরাঞ্চলে যেখানে ৫.৪৩ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে সেটা ৮.৪৪ টাকা। এমনকী গ্রামাঞ্চলে সেই হার ৮.৩১ টাকা। অথচ এ নিয়ে সরকারের হেলদোল নেই। প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম দশটাকা থেকে একলাফে বেড়ে হয়েছে ৫০ টাকা। অন্যদিকে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য সামগ্রীর দামকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো সদিচ্ছা রাজ্য সরকারের নেই। পেঁয়াজ ৬০ টাকা কেজি, ডাল ১৪০ টাকা কেজি, সরষে বাদে অন্য ভোজ্য তেল ১৮০ টাকা লিটার দামে বিকোচ্ছে। পেঁয়াজ নয় অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। আলু? এ রাজ্যে আলু ওঠার মরসুমে কৃষক যে আলু পাঁচ-সাত টাকা কেজিতে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, কোল্ড স্টোরের মালিক আর ফড়েদের দাপটে সাধারণ গৃহস্থ সেই আলু কেজি প্রতি ৪০ টাকার বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়েছে। নির্বিকার রাজ্য সরকার। দুধের দাম লিটার পিছু ৫৫ টাকা হলে ক’জন শিশু ও বৃদ্ধ তা কিনে পুষ্টির প্রয়োজন মেটাবে, সে আলোচনায় রাজ্য সরকারের আগ্রহ নেই। ‘দাম বাড়লে খাব কী’ প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে মানুষের মসীহা সেজে সর্বেশ্বরী এখন বধির হয়েছেন।

এই নৈরাজ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মেহনতি মানুষকে তাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত ‘জনবন্ধু’ ভেকধারী মমতা-সরকারকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই অপসারণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সঙ্গে আটকে দিতে হবে আদানি-আম্বানির মিত্র নরেন্দ্র মোদীর পূর্ব-বিজয় রথ। এমন উচিত শিক্ষা দিতে হবে যাতে নিম্ন-আয়ের মানুষের বেঁচে থাকার প্রশ্নটা তারা গৌণ করে দেওয়ার সাহস না পায়। একুশের বিধানসভা নির্বাচন মানুষের কাছে আপন ভাগ্য নিজে জয় করবার সুযোগ এনে দিয়েছে। ভোটের বাহারি প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ যেন রুটি-রুজির প্রশ্নে যারা আসল লড়াই করছে সেই সংযুক্ত মোর্চাই যে তাদের প্রকৃত বন্ধু, তা প্রমাণ করে দেয়।

জামিন পেলেন পূর্বস্থলীর নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২ মার্চ : রেল অবরোধ মামলায় আজ জামিন পেলেন বাম নেতৃবৃন্দ। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন—বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, প্রাক্তন বাম বিধায়ক রতন কুমার দাস, যুবনেতা বীরেশ্বর নন্দী, কৃষক নেতা রহমান শেখ প্রমুখ। উল্লেখ্য, নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠিতে মৃত মইদুল ইসলাম মিদ্দার মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং দিল্লির কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বের ডাকে রেল অবরোধ হয় পূর্বস্থলী ও মেড়তলার ফলেয়া স্টেশনে। কাটোয়া-ব্যান্ডেল রেললাইনের এই দুই স্টেশনে অবরোধের জন্য কাটোয়ার আর.পি.এফ এই নেতৃবৃন্দের নামে মামলা করে। সেই মামলার অভিযুক্তরা আজ কাটোয়া আর.পি.এফের অফিস থেকে জামিন পান। জামিন পাওয়ার পর নেতৃবৃন্দ বলেন—এইভাবে আমাদের রোখা যাবে না।

এবারের ভোট হবে অন্যরকম

শিবানী পাল

এবারের ভোট হবে অন্যরকম। বামফ্রন্ট এবার আরো বড় হয়ে সংযুক্ত মোর্চা হয়েছে। প্রতি বছর ৮ মার্চ এবং ১ মে দিন দুই পৃথকভাবে যথাক্রমে ‘আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস’ এবং ‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস’ হিসাবে পালিত হয়। একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলে বোঝা যাবে দিন দুটি একটি অপরটির পরিপূরক। কারণ নারীদিবস একান্তভাবে মহিলাদের হলেও শ্রমিক দিবসে মহিলাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বহু অত্যাচার, অবমাননা, প্রতিরোধ এবং রক্তের বিনিময়ে দিন দুটি বিশ্বসভায় আজ সমাদৃত।

মহিলাদের অধিকার লাভের ইতিহাসে কার্ল মার্কস, লেনিনের নাম সম্মানের সঙ্গে যেমন স্মরণীয়, তেমনি শ্রমিক আন্দোলনেও পুরুষদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন বহু মহিলা নেত্রী। নজরুল যথার্থই লিখেছিলেন—

“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর / অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”

সব শ্রমিক নারী না হলেও, সব নারী শ্রমিক। কারও শ্রম-দুনিয়া গৃহের মধ্যে সীমায়িত—তারা গৃহবধূ, আর কারও কারও শ্রম-সীমা গৃহাঙ্গন অতিক্রম করে বহিরাঙ্গনে ব্যাপৃত।

কর্মরতা মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা থাকলেও, গৃহবধূদের নেই। তারা স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আর্থিক পরনির্ভরতা ছাড়া জীবনধারণের ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি সমস্যা তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সেগুলি একজন গৃহবধূ হিসাবে আমি গভীরভাবে অনুভব করতে পারি। আজকাল কোনো গৃহবধূই ‘রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা’র মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখে না অথবা সন্তানের জন্ম দেবার মধ্যেই নিজে দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে না। বর্তমানে আমাদের দেশের বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল এই একবিংশ শতাব্দীতেও মহিলাদের রান্না-খাওয়া এবং সন্তান ধারণের মধ্যেই সীমায়িত রাখতে চাইছে। অথচ আজ মহিলারা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী। বাইরের বিপদ, সমস্যা সম্বন্ধে তারাও ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠতে শিখেছে। ৮ মার্চ এবং ১ মে তাদের এগুলি শিখিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর গৃহবধূ হিসাবে আমি অবশ্যই চাই যারা আমাদের বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে তারাই আমাদের দেশে রাজ্য এবং কেন্দ্রে শাসকদল হিসেবে ফিরে আসুক।

আমি প্রতিনিয়ত দেখছি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশ ছুঁতে চলেছে। অথচ পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাচ্ছে না। সংসারের বাজেট ‘ফেল’ করছে। স্বাভাবিকভাবেই এর দায়ও গৃহবধূদের উপর এসে পড়ছে। অথচ বছর দশেক আগে তো এরকম ছিল না। জিনিস পত্রের দাম বাড়তো, তবে লাফিয়ে নয়, ধীর গতিতে। গৃহবধূরা সময় পেতেন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে।

বিগত বছরগুলিতে মানুষের বিশেষত মহিলাদের নিরাপত্তা শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। বিদ্যায়তনে, অফিসে, ট্রেনে-বাসে, রাস্তায় এমনকি নিজের গৃহেও শিশু থেকে বৃদ্ধা আজ নিরাপদ নয়। বাধা দিতে গেলে আক্রমণকারীর হাতে নিগৃহীত, এমন কী নিহত হচ্ছেন প্রতিবাদীরা। প্রতিদিন শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এইসব ঘটনাকে ‘সামান্য ঘটনা’, ‘ছেলে মানুষের কাজ’, অথবা ‘সরি’ বলার মধ্যেই সীমিত রেখে নিজের দায়িত্ব সারছেন। প্রকাশ্য সভায় শাসক দলের নেতারা ধর্ষণ, খুনের হুমকি দিচ্ছেন। পুলিশ খুন করতেও এদের দ্বিধা নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পুলিশমন্ত্রী। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যানে ভারতে প্রথম স্থান পশ্চিমবঙ্গের। এন.সি.আর.বি-র প্রকৃত রিপোর্ট সর্বসমক্ষে আনতে নারাজ রাজ্যের সর্বজনবিদিত ‘দিদি’। পুলিশ কর্তাদের বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের সংখ্যা বেড়ে চলার অন্যতম প্রধান কারণ কেবল ধর্ষণের মামলাই নয়, সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি দেবার বিষয়ে ঢিলেমি। জামিন অযোগ্য ধারা দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশের তরফে সরকারি কৌসুলির একাংশ অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় না। রাজনৈতিক সম্পর্কে জড়িত অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতাও করেন না। ফলে বহু ক্ষেত্রে জামিন পেয়ে অভিযুক্তরা আবার অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। নারী পাচারের অপরাধেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের শীর্ষ স্থানাধিকারী। বাইরের অপরাধীরাও এই রাজ্যে নিরাপদে আশ্রয় লাভ করছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এখন মাৎস্যন্যায় চলছে। সুতরাং সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় ফিরে যেতে একজন গৃহবধূ হিসাবে আমি চাই আবার বামফ্রন্ট থুরি এবারের ‘সংযুক্ত মোর্চা’ ক্ষমতায় আসুক।

আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে ইংরাজি মাধ্যমে ব্যয়বহুল বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্র। সরকারি বিদ্যালয়গুলি মৃতপ্রায়। ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়ার ক্ষমতা না থাকায় এবং ইংরাজি বলায় স্বচ্ছন্দ না হওয়ায় গরিব ছেলে-মেয়েরা হীনমন্যতায় ভুগছে। স্কুলের গণ্ডি শেষ হলেই এরা চলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যে উচ্চশিক্ষার্থে। অথচ বামফ্রন্ট আমলে এই রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সেই সময়কালে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চ-শিক্ষার চাহিদা বেড়েছিল। কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনীকীকরণ করা হয়েছিল। ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারা একজন সুস্থ মানুষ হিসাবে আমি সর্বান্তকরণে চাই সংযুক্ত মোর্চা ক্ষমতায় আসুক।

বামফ্রন্ট আমলে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে মায়েরা মধ্যাহ্নকালীন অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করতেন। আর এখন মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করেই স্কুলে ছুটতে হয় তাদের নিরাপদে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য। এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান হোক।

ঘরে বসে উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথপ্রদর্শক বামফ্রন্ট সরকার। মহিলারা ঘরে বসে পাঁপড়, বড়ি, আচার তৈরি করে আজ প্রতিবেশী এবং পরিচিতজনদের বিক্রি করে অনেকটাই স্বনির্ভর। বয়স্ক শিক্ষাও বামফ্রন্টের অবদান। এই সময়ই বয়স্ক, গরিব, বস্তিবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দুপুরে, সন্ধ্যায় অথবা ছুটির দিনে এদের শিক্ষা দেওয়া হতো। অনেক নিরক্ষর গৃহবধূ এতে উপকৃত হয়েছিলেন। বামফ্রন্ট মহিলাদের সামনে শিক্ষা, উপার্জন এবং মুক্ত চিন্তাধারার দরজা খুলে দিয়েছিল।

বর্তমানে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে কিছু মানুষ ‘শ্রীরাম’ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে। ইনি তো সেই রাম, যিনি নিজের সিংহাসন সুরক্ষিত করার জন্য আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে নির্বাসিত করেছিলেন। এই রাম রাজত্ব কায়েম হলে মহিলাদের দুরবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা সহজেই অনুমেয়। তাই যে বামফ্রন্ট একদিন মহিলাদের সামনে এগিয়ে যাবার সমস্ত পথ খুলে দিয়েছিল সেই বামফ্রন্টের প্রত্যাবর্তন হোক। আর এই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অন্তত মহিলারা সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে জয়ী করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠুন। একুশের ৮ মার্চ এই হোক শপথ বাক্য।

ব্রিগেড থাকবে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে

সৌম্যশান্ত রক্ষিত

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, ব্রিগেড সমাবেশ আসলে সবার জন্য নয়, ব্রিগেড সমাবেশের ঐতিহ্য বজায় থেকে শুরু করে এর মাহাত্ম্য অনুধাবনও নয় সবার জন্য।

ব্রিগেড সেই রবি দাসদের জন্য যাঁরা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তিন দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে উপস্থিত হয়ে যান তাঁর ভালোবাসার দলের সমাবেশে। ব্রিগেড সেই প্রত্যেক মানুষের যাঁরা ব্যারিকেড গড়েন, তাঁদের প্রিয় সাথীদের সুস্থ রাখার অঙ্গীকার করেন।এই ব্রিগেড তাঁদেরই যাঁরা হাততালির রাজনীতি নয়, রুপোলি পর্দার চাকচিক্য নয়—আকাশে স্বপ্ন ওড়ান।

স্বপ্ন ওড়ান আগামী প্রজন্ম কে এক সুস্থ উন্নত সমাজ উপহার দেওয়ার, যেখানে অর্থ বাহুবল নয়—মেধা মর্যাদা পায়। স্বপ্ন ওড়ান নারী নিরাপত্তার, স্বপ্ন দেখান প্রতি বেকারদের হাতে চাকরির, স্বপ্ন আঁকেন এক বলিষ্ঠ অর্থনীতির, দৃপ্ততার সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে চান ধর্মনিরপেক্ষতা। পান গুটখার দাপট নয়, লে পাগলু ড্যান্স এর কাণ্ডজ্ঞানহীন নৃত্য পরিচালনা নয়—ব্রিগেড তাঁদের যাঁরা, তিলোত্তমা, শহরতলি, জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে ভালোবাসতে জানে গ্রাম বাংলা কে। ব্রিগেড তাঁদের যাঁরা হকের দাবি আদায় করতে জানে, ব্রিগেড তাঁদের যাঁরা অশুভের সাথে আপোষবিহীন দ্বন্দ্ব করতে জানে, ব্রিগেড তাঁদের যাঁরা ফ্যাসিস্ট দের মুখের উপর ‘না’ বলতে জানে। সার্কাস শো ধূমকেতুর মত আসবে যাবে, লড়াই ও ভালোবাসার ব্রিগেড থেকে যাবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব প্রভেদহীন দিবস কবে পালিত হয়? এই দিন আর কোন কোন দিবস পালিত হয়ে থাকে?
২. আন্তর্জাতিক কান সচেতনতা দিবস কবে পালিত হয়? এদিন আর কোন কোন দিবস পালিত হয়?
৩. বিশ্ব শ্বাসকষ্ট দিবস কবে?
৪. বিশ্ব দন্ত চিকিৎসক দিবস কবে?
৫. আন্তর্জাতিক নারী দিবস কবে পালিত হয়? এই দিবস পালনের জন্য কবে কোথায় প্রথম প্রস্তাব পাশ হয়?
৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা কবে কার কাছে ২০ বিঘা জমি কেথায় ক্রয় করেন? সেই জমিতে কী তৈরি হয়?
৭. কে কবে টাইপ রাইটার আবিষ্কার করেন?
৮. জামসেদপুরে ‘টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি’র কবে উদ্বোধন হয়েছিল?
৯. বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক কে? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
১০. কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস কবে কোথায় শুরু হয়?
১১. পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কে কে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী হন।
১২. শকাব্দ কে কবে প্রচলন করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

করোনাকালে পরীক্ষা বিপর্যয় কি অ-সমাধানসাধ্য ছিল?

নয়ন কোনার

প্রথমেই মেনে নেওয়া উচিত, যে কোন কারণেই হোক বিশ্বমারী করোনার জন্য আমাদের দেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দিকগুলোর অন্যতম হল শিক্ষাব্যবস্থা। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে পরীক্ষা ব্যবস্থায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে না পারায়। এর কিছুটা নিরুপায় হয়ে, কিছুটা সদিচ্ছার অভাবে, কিছুটা অদৃষ্টপূর্ব দুর্যোগ মোকাবিলায় অনভিজ্ঞতার কারণে।

ভুল থেকেই শিক্ষা নিতে হয়, সেজন্য প্রথমেই ভুলগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। ব্যক্তিগতভাবে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলেছি যাঁরা ডেটা অ্যানালিসিসের কাজে স্বচ্ছন্দ। তাঁদের সকলেই জানিয়েছেন, এখনও সমীক্ষা হয়নি, সুতরাং এই বিশ্বমারীতে এ দেশের, বা এ রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থা ঠিক কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নিখুঁত ভাবে বলা এখন অসম্ভব। সুতরাং এই প্রবন্ধে অবজেক্টিভিটির ঘাটতি থাকবেই।

খালি চোখে আমরা যা দেখলাম, তা শিউরে ওঠার জন্য যথেষ্ট। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা মাঝপথে দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। ফিজ়িক্স এবং কেমিস্ট্রির মত বিষয়েরও, যা আমাদের সমাজে বেশ হাই প্রোফাইল, পরীক্ষা হল না। পরবর্তী কালে এই ব্যাচের বহু ছাত্রছাত্রী এই দুটি বিষয়ে স্পেশালাইজ় করবে, ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। এগুলোর ভিত্তিভূমি ছিল, এখনও আছে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ফিজ়িক্স ও কেমিস্ট্রি। সেই ভিত কার কতটা পোক্ত বা কার কতটা দুর্বল জানা গেল না।

পরবর্তী অধ্যায়ে পরিবেশিত হল আরো বহুল পরিমাণে জগাখিচুড়ি। পঠনপাঠনে অনলাইন সিস্টেম এল। কিন্তু অনলাইন নিধিরামের হাতে না রইল প্রশ্নোত্তরের শাণিত তরোয়াল, না রইল ভাবনাচিন্তার ঢাল। পঠনপাঠন নিয়ে বারান্তরে আলোচনা হবে, পরীক্ষা কেমন হল সেটা দেখা যাক।

পরীক্ষা হল মূল্যায়নের একটি উপকরণ, পরীক্ষা বাদ দিয়েও মূল্যায়ন হতে পারে। কিন্তু এদেশে এখনও পরীক্ষা ব্যবস্থার বাইরে আমরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণণ থেকে শুরু করে অতীত ও বর্তমানের বহু শিক্ষাবিদ্ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বহু অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শম্বুক গতিতে হলেও টুকটাক সংস্কার চলছিল।

কিন্তু অনলাইন ব্যবস্থায় আমরা প্রথমেই যে ভুলটা করলাম সেটা মারাত্মক। একটা নতুন ছাঁচে পুরনো মশলা ঢেলে দেওয়া হল। অনলাইন পরীক্ষায় যে কোনভাবেই অফলাইন পরীক্ষার মত প্রশ্নপত্র দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় সেই বোধেরই উদয় হল না কারোর মস্তিষ্কে।

একটা সরল উদাহরণ দেওয়া যাক।

অফলাইন পরীক্ষায় ভূগোলের প্রশ্নপত্রে স্বচ্ছন্দে শিক্ষার্থীকে বলা চলে, 'শঙ্খমোচনের একটি উদাহরণ দাও।' অনলাইনে চলে না। গুগল তৎক্ষণাৎ উত্তর খুঁজে দেবে। এখানে বরং প্রশ্নটা এভাবে সাজানো উচিত—'তোমার এলাকায় আবহবিকার/বিচূর্ণীভবনের একটি উদাহরণ দাও।'

অর্থাৎ cognitive domain-এ knowledge থেকে comprehension বা তৎপরবর্তী ধাপগুলোতে শিফ্‌ট্ করতে হত। দুঃখের বিষয়, সেটা হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন কোন শিক্ষক বা বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগ নিলেও সার্বিকভাবে এটা হয়নি। ফলত, পরীক্ষা রূপান্তরিত হয়েছে প্রহসনে এবং পরোক্ষভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের অসততার পথে যাওয়া প্রশ্রয় দিয়েছি।

উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের পার্থক্যের মূল জায়গাটা সদিচ্ছায়। এটা কেবল ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশও চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে।

জরুরি অবস্থা সত্ত্বেও জাপান গত ১৬ই জানুয়ারি থেকে ৫৩০০০০ বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছে। করোনায় আক্রান্ত বা অসুস্থ শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে পরীক্ষার সুযোগ পাবে।

দক্ষিণ কোরিয়া, সতর্ক স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

চিন এক কোটি সাত লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষাদান সম্পন্ন করিয়েছে। এমনকি ভিয়েতনামও গত অগস্টে উচ্চশিক্ষায় পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়েছে।

কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া শিক্ষার্থীদের বিগত পরীক্ষার ভিত্তিতে মূল্যায়নের প্রতিফলন খুঁজতে চেয়েছে।

'Postpone– scale back or cancel' —এই দ্বিধায় সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা বহুধাবিভক্ত। কিন্তু এরই মাঝে শিক্ষা সচেতন দেশ/প্রতিষ্ঠানগুলি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে দেয়নি।

মূল্যায়নের সঙ্গে সময়ের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। শিশু প্রথম লিখতে শিখে 'অ' লিখতে যতক্ষণ সময় নেয়, দু'বছর পর 'অভূতপূর্ব' লিখতে তত সময় নেয় না। লেখা প্রক্রিয়াটি একই সঙ্গে cognitive ও psychomotor domain-এর ক্রিয়া। সুতরাং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হওয়া আবশ্যক। নইলে মূল্যায়ন অর্থহীন। যে বয়সে শিশুর 'অভূতপূর্ব' লিখতে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে তাকে 'অ' লেখার জন্য অতটা সময় দিলে মূল্যায়নের গুরুত্ব থাকে না। বিশ্বের প্রথম সারির প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটিকে ভীষণ মান্যতা দেয়।

অথচ করোনার সময় এটি আমাদের দেশে চরমভাবে অবহেলিত হয়েছে। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলি অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে কাজ চালিয়েছে, এখানে অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারি স্কুলে অনলাইন পরীক্ষা হয়নি। স্টাডি মেটিরিয়াল এবং প্রশ্নপত্র স্কুল থেকে অভিভাবক মারফৎ শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয়েছে। তারা পরের মাসে অভিভাবক মারফৎ সেগুলো স্কুলে জমা দিয়েছে। পরিদর্শনের ব্যবস্থাটিই সেখানে অনুপস্থিত। এমন অবস্থাতেও সকল শিক্ষার্থী তাদের খাতা জমা দেয়নি। যারা দিয়েছে তারা কিভাবে লিখেছে এবং কতক্ষণ লিখেছে তা বিচার করার কোন উপায় নেই। বেসরকারি স্কুলে অনলাইনে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে, জমা দেওয়ার সময় নির্দিষ্ট কিন্তু সেই সময়সীমা অনেকেই মানেনি।

সরকারি কলেজেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং একই দৃশ্য দেখা গেছে। ফলত, নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই রক্ষিত হয়নি। অথচ, কোন এক ভুতুড়ে শক্তির অঙ্গুলিহেলনে পরীক্ষার্থীরা অঢেল নম্বর পেয়েছে। নম্বর মূল্যায়নের একটি সূচক। উপযুক্ত স্তরে না পৌঁছেই যদি কেউ প্রচুর নম্বর পায় তাহলে মূল্যায়ন ব্যর্থ হয়, আখেরে শিক্ষার্থী নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ফাঁপা হতে থাকে।

বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট কলেজগুলিতে, তুলনামূলকভাবে, অধিকতর ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন দেখা গেছে। সময়সীমা মানা হয়েছে কঠোরভাবে। ক্যামেরা চালু রেখে পরীক্ষা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন, গুগল ব্যবহার করে উত্তর লেখার প্রবণতা আটকানো যায়নি। এ জন্য পরবর্তী সময়ে, ওই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োগমূলক প্রশ্নপত্র তৈরি করার দিকে ঝুঁকেছে।

কেউ কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, MCQ প্রভৃতির মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হলে স্বচ্ছতর প্রক্রিয়া পাওয়া যাবে। এটা আংশিক এবং আপৎকালীন সমাধান। এভাবে Knowledge– comprehension এবং application স্তরের প্রশ্নে যতটা ভাল পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে প্রজ্ঞার উচ্চতর স্তরগুলো (analysis– synthesis এবং evaluation) ততটা ভালভাবে মূল্যায়িত করা যাবে না। সুতরাং আরও গভীরে ভাবতে হবে।

কোথায় কী হয়েছে সেটা আলোচনা করা নিরর্থক যদি না আমরা ভুল থেকে শিক্ষা নিই। করোনা-উত্তর সময়ে হয়ত অনলাইন পরীক্ষা উঠে যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নতুন প্রযুক্তি ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়। অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা এবং অনলাইন পরীক্ষা আমাদের জীবনের সঙ্গী হল। পাশাপাশি এটাও ঠিক, মহামারী বা অন্য কোনো বিপর্যয় আবার আমাদের জীবনে আসতে পারে। সুতরাং, এই ব্যবস্থায় পরীক্ষা যাতে প্রহসন না হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আমাদের এখনই ভাবনাচিন্তা করতে হবে। Open book exam অল্প অল্প করে চালু করতে হবে। করোনায় পরীক্ষা ব্যবস্থা কেবল আমাদের দেশে বিপর্যস্ত হয়নি, বহু উন্নত দেশকেও প্রাথমিকভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। তারা সচেতনভাবে সেই ধাক্কা সামলেছে। যদি শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের ও পরীক্ষাদানের গুরুত্ব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনাকারী মাথারা সম্যকভাবে অনুধাবন করতেন তাহলে আমরাও হয়ত নিজেদের মত পথ তৈরি করে নিতে পারতাম। দুঃখের বিষয়, সেটা আদৌ হয়নি।

যদিও এ দায়িত্ব সবার, তবুও অগ্রগণ্য ভূমিকা নিতে হবে কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষককুল এবং অভিভাবকবর্গকে। অতি সত্বর পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে হবে।

লেখক—স্কুল শিক্ষক

কালনা শহরে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ মার্চ : কালনা শহরে ৫ মার্চ রাতে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি পরিবারের বাড়িঘর সহ সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সুমন বর্মন এদিন সপরিবার মার্কেটিং করতে যান বাজারে। রাত্রি আটটা নাগাদ হঠাৎ তার বন্ধ বাড়িতে আগুন লেগে যায়। দমকলকে খবর দেওয়া হলেও রাস্তার অপরিসরতার কারণে সেখানে দমকলের গাড়ি পৌঁছাতে পারেনি।

শেষে ছোট গাড়ি এনে যখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তখন সবকিছু শেষ। এই পরিবারের চারটে ঘর সহ সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। এমনকি বাড়ির দলিল দস্তাবেজও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নারীদিবস ঃ কিছু কথা

মনামী ঘোষ

নারী দিবস পালন করা মানে নারীর প্রতি সব অসম্মানের অবসান হয়ে গেছে এমনটা মোটেই নয়, নারী সমাজের মুক্তির একটি পদক্ষেপ মাত্র বলা যায়।

৮ মার্চ সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। আগে বলা হতো 'আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস'। দিনটি পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। নারীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো ছাড়াও নারীর আর্থিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও গুরুত্ব পায়। কোথাও আবার নারীর নিরাপত্তা

বিষয়টিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ প্রথম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের একটি সূচ তৈরি করখানার নারী শ্রমিকেরা আন্দোলন করেছিলেন। কারখানার পরিবেশ, কাজের সময়, কম বেতন ও নারীদের প্রতি অবমাননার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। পুলিশ মিছিলের মহিলা শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালায়। বহু শ্রমিককে আটক করা হয়। এর পরে ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে নিউইয়র্ক সূচ শ্রমিকেরা। এভাবেই নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯০৮ সালে জার্মান সমাজতন্ত্রী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জার্মানিতে। এই সম্মেলনে নারীদের ন্যায্য মজুরী, কাজের সময় এবং ভোটাধিকারের দাবী করা হয়। ১৯১০ সালে ২য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে। এই সম্মেলনে ১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এখানেই ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯১১ সালে প্রথম ৮ মার্চ দিবসটি পালিত হয়। ১৯১৪ সাল থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দিবসটি বেশ গুরুত্বের সাথে পালিত হতে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ এই দিনটি পালন করতে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দিনটি পালনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

এই একুশ শতকের নারী শিক্ষার হার বেড়েছে। নারীরা কাজের জন্য ঘরের বাইরে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে নারীরা। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা, শিল্প-সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই নারীরা পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছে। তবুও কিন্তু নারীরা এখনও নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার।

আজও কর্মক্ষেত্রে নানান অসম্মান, পারিবারিক অসম্মান নারীকে সহ্য করতে হয় শুধু নারী হবার জন্যই। এখনও দেশের একটি রাজ্যে তিনমাসে একটাও কন্যাশিশু জন্মায় না। পথে ঘাটে চলাফেরা আজও নিরাপদ নয়। প্রিয়ঙ্কা, মনীষা, নির্ভয়া, আসিফা, গুড়িয়া— নামের মিছিল যেন। প্রত্যেকটি ঘটনা মানবসভ্যতার শরীরে একের পর এক ক্ষত। পরিবারের মধ্যে আপনজন দ্বারাও নির্যাতিত হচ্ছে নারী।

সেই কোন কালে ঋষি অম্ভৃণের কন্যা ঋকবেদের দেবী সুক্তে দেবীর আত্মপরিচয় লিখেছেন— অহম রুদ্রেভির্বসুবিশ্চরমহ্যমাদিত্যৈরুত..

এমন আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ আজও করতে পারিনি আমরা নারীরা।

কবি লিখেছেন - নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার...

কিন্তু তবুও আমরা সবলা হয়ে উঠতে পারিনি এখনও। আজও কিন্তু পণপ্রথা রমরমিয়ে চলছে এবং পণের জন্য বধূহত্যাও বন্ধ করা যায়নি। চলছে কন্যাভ্রূণ হত্যা। আমরা মেয়েরাও অনেকক্ষেত্রে নিজেদের শো কেসে সাজিয়ে রাখা পুতুলের মত বাহ্যিক রূপচর্চা, পোষাক আভরণের প্রতি বেশি মনযোগ দিয়ে ফেলছি আত্মোন্নতির চেষ্টা না করেই।

সর্বাগ্রে, শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ডিগ্রি নয়, প্রকৃত শিক্ষা। তবেই তো মাদাম কুরি পিয়ের কুরির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গবেষণা করবেন, অভিজিত বিনায়ক এবং এস্থার ডাফলো একসাথে নোবেল পাবেন।

''বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর''

কাজী নজরুল তো কবেই বলে গেছেন। আজও তাহলে আমাদের অর্ধেক আকাশ হয়ে ওঠা হলোনা কেন!

লেখিকা— শিক্ষিকা

গলসীতে নির্বাচনী কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চ : দু'মাস ধরে চ্যানেলে দ্যাখাচ্ছে তৃণমূল এগিয়ে, লড়াই হবে বিজেপি-র সঙ্গে। বামপন্থীরা হারিয়ে যাবে। ২৮ ফেব্রুয়ারির ব্রিগেড সমাবেশের পর বলছে লড়াই এখন ত্রিমুখী। আসলে লড়াই হবে দ্বিমুখী, সংযুক্ত মোর্চা বনাম তৃণমূল-বিজেপি। কারণ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাবার স্রোতের মুখে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও ভেসে যাবার মুখে। প্রতিদিন এই লড়াইয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে মোর্চা। লড়াইয়ে মোর্চার জয়ের সম্ভাবনাই সর্বাধিক, তাকে বাস্তবায়িত করাই আমাদের লক্ষ্য। আজ গলসীতে অনুষ্ঠিত ন'টি অঞ্চলের সিপিআই(এম)-এর বুথটিমের সদস্যদের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য শুনে

কথাগুলি বলেছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক ও রাজ্য কমিটির সদস্য সৈয়দ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন কাজি জাফর আলী।

খেলা যখন

দেবেশ ঠাকুর

পাঁকের থেকে কিলবিলিয়ে যেসব শব্দ জোঁকের মত
চুষে খাচ্ছে সাহস মগজ, গভীরতর মনের ক্ষত।

শব্দেরও তো শরীর থাকে, বর্ণমালায় কষ্ট আসে
অজয় বেয়ে স্রোত যাচ্ছে কালিঘাটের অষ্টপাশে।

নকুলদানা গুড় বাতাসা চড়াম চড়াম উপদ্রবে
সরল বাংলা অভিধানের নতুন শব্দ 'খেলা হবে'।

কিসের খেলা? কেমন খেলা? পাঁজর বেয়ে শীতলতা
হিম হয়ে যায় জীবনযাপন, ঝিম ধরে যায় নিজস্বতায়।

খেলা হবে। কাপ যাবে না কোনদিনই ভিন্ন গাঁয়ে
এই খেলাতে বল নাচেনা ছেত্রি কৃষ্ণ মেসির পায়ে।

বল ঘোরে না অশ্বিন বা নারাইনের ঘূর্ণিপাকে
এই খেলাটা আঁধার করে উজ্জ্বলতার পূর্ণিমাকে।

কানে বাজে না শব্দগুলি হিমবাহ আজ রক্তস্রোতে
ভয়ংকর এই খেলার বাঁশি শুনি ব্রজের কাল-দহতে

বিশু বলবে নন্দিনীকে, ভয় দেখানো ব্যবসা ওদের
অন্ধকারে যক্ষপুরী কেঁপে উঠছে ভ্রান্ত বোধে।

গিটার-পাণি সুর দিচ্ছে নির্মমতার গীতার বাণী
মোহমুদ্গর সাজিয়ে দেবে সহস্রাধিক চিতার বাণী।

সোরা সালফার সুতলি-বলে বাংলা গাইছে তীক্ষ্ণ রবে
'খেলা হবে খেলা হবে, ভয়ংকর এক খেলা হবে'।

কিসের খেলা? বিষের নাকি? পাঁকের মত কুৎসা গেলা
বুক চিতিয়ে সব মানুষই খেলবে জয়ের অন্য খেলা।

একুশ একুশ

বিভাস সাহা

ধর্মেরা থাক বাড়িতে
কিছু রাগ পুষে রেখ আজ আড়ি-তে
সময় হয়েছে হিসাব নেবার চাকরির
শুধু ফুল খেলে রং বদলালো কত পাপড়ির
রেল থেকে ব্যাঙ্ক চুরি হোল ধান, সোনা এলো যোলো সের
দুই চোর জানে তফাত শুধুই খোলসের
নিহতের চোখ, লড়াই-এর মুখ সাচ্চা
একুশে ভাঙুক বাঁধ, গলা খুলে বলো মোরচা।

—প্রথম পাতার পর

সন্ধিক্ষণে কর্তব্য

ভুল থেকে শিক্ষা অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা পাঠকরা অস্বীকার করবেন না বলেই আশা করি। সুতরাং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বকারী দলের সঙ্গে জোট করার সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায় না। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে এই জোট হওয়ার মাধ্যমে আমরা যে অংশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারছি তাদের যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে অনুধাবন করা যাবে শ্রেণি চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা তাদেরই সবথেকে বেশি। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় আমাদের দায়িত্ব এই মানুষগুলোকে আমাদের সংগঠনমুখী করে তোলা। এক্ষেত্রে ছাত্র কর্মীদের দায়িত্ব এই অংশের ছাত্রদেরকে বর্তমান ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার-এ পা রাখতে পারছি, তার উপায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। বর্তমান ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সাধারণভাবে স্কুল, কলেজ-এর সিস্টেম-এর মধ্যে যে অরাজনৈতিক হওয়ার এক ছদ্ম আধুনিকতা দেখা দিয়েছে তার হাত থেকে এই অংশের ছেলে-মেয়েদেরকে বাঁচানো আমাদের ছাত্রকর্মীদের অন্যতম কর্তব্য। একই সঙ্গে আমাদের মাও-এর সেই কথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে এই শ্রেণির ব্যক্তিরাই পুঁজিবাদের কবর খননকারি হতে পারে। নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে এই মানুষগুলোকে ধার্মিক স্থূলতার ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর দায়িত্ব বামপন্থীদেরই নিতে হবে। ব্রিগেডে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন অনেক ছাত্র কর্মীরা হয়েছেন। আই.এস.এফ-এর কিছু অংশের মানুষ বামপন্থীদের মিত্র ভেবে কাছে আসতে শুরু করেছেন। আগামী দিনে শ্রেণি-আন্দোলনের প্রসার শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থ ও পেশি শক্তি চালিত বিজেপি ও টি.এম.সি নামক রণশীল, সস্তা রাজনীতি এবং গুণ্ডামোর রাজনীতি করা দলগুলোকে আটকানো অতি আবশ্যক।

লেখক—ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৬ মার্চ : মেমারির তেলসারা গ্রামের সিপিআই(এম) এর সদস্য আব্দুস সফিক মণ্ডল (৪৮)-এর কাল সন্ধ্যা ৬টায় তার নিজ বাসভবনে জীবনাবসান হয়েছে। মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির বড় মশাগড়িয়ার শাখার সদস্য ছিলেন। এলাকায় যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২০০৫ সালে সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ অর্জন করেন। তার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর পার্টি নেতা কর্মী ও তেলসাড়া গ্রামের অসংখ্য মানুষ বাড়িতে গিয়ে পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান। আব্দুস সফিক মণ্ডলের মরদেহ লাল পতাকা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পার্টি নেতা সনৎ ব্যানার্জী, ভবানী ব্যানার্জী, জয়দীপ মুখার্জী, রণজিৎ চক্রবর্তী, আনন্দ ফুলিয়া, শেখ রউফ। তার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, দুই পুত্র বর্তমান।

জঙ্গলমহলে প্রতিরোধ করতে

—প্রথম পাতার পর

রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, আলমগীর মণ্ডল প্রমুখ। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরিব মানুষের অর্জিত অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগামী নির্বাচনে নিজেদের শক্তির উপর ভরসা রেখে ভোট লুটেরাদের রুখে দিতে হবে। বুথে-বুথে গরিব মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়েছে, অথচ কৃষকের ফসলের দাম নেই, কৃষক খেতমজুররা মার খাচ্ছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ মূল্যবৃদ্ধির দাপটে যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করছে অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্পোরেটদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। মানুষের ক্ষোভকে জাতের নামে ধর্মের নামে বিভাজন করে বিভ্রান্ত করছে শাসক দল। বিভ্রান্তি নয়, দৃঢ় শপথ কর্পোরেট লুটেরা ও স্থানীয় লুটেরাদের সরকারকে গদি চ্যুত করে সংযুক্ত মোর্চা সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে এগুতে হবে, যাতে গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসে। এদিন সমাবেশ ছিল অভূতপূর্ব। মানুষ ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন।

কবিতা উৎসব

—প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামনের সারিতে ছিলেন। অন্যদিকে সত্তরের দশকের আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এই সংগঠন গর্জে উঠেছিল। আজকের ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখেও লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবেদর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সমগ্র অনুষ্ঠানিট সঞ্চালনা করেন সংগঠনের অন্যতম সহ-সভাপতি সুকমল ঘোষ। এই রাঢ় অঞ্চলের প্রায় শতাধিক কবি কবিতা পাঠ করেন। এই উৎসবের আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি।

মেমারি লোকাল চালুর দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৫ মার্চ : লকডাউন এর জন্য দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাহত হয়েছে রেল পরিষেবা। সম্প্রতি রেল পরিষেবা চালু হলে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন শাখার সমস্ত স্টেশনের লোকাল ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। তবে স্বাভাবিক হয়নি হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন শাখার মেমারি লোকাল। এবার মেমারি লোকাল চালানোর দাবিতে সোচ্চার হলেন বাম-কংগ্রেস। আজ মেমারি স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেয় বাম-কংগ্রেস যুবরা। ইতি পূর্বে মেমারির ফুট ওভারব্রিজের স্ল্যাব ভেঙে এক যুবক নিচে পড়ে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে ফুট ওভারব্রিজের ও রক্ষণাবেক্ষণ। ফলে বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাইন পার পার করতে হচ্ছে যাত্রীদের।

এদিনের অবস্থান সভা থেকে ছাত্র যুবদের মধ্যে তারক মণ্ডল, তন্ময় মণ্ডল, অনীক সাহা, ময়ুখ আলি দফাদার, সীতারাম বাগ পাঁচজনের দল স্টেশন মাস্টার পলাশচন্দ্র দাসকে দুই দফার দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেন। স্টেশনমাস্টার খুব শীঘ্রই মেমারি লোকাল ট্রেন চালুর আশ্বাস দেন।

—প্রথম পাতার পর

বামপন্থা চিরজীবী হোক

৩) পঃ বঃ বাউরি জাতি বিকাশ সঙ্ঘ
৪) ভারতীয় জাকাতমাঝি পরগণা মহল
৫) আদিবাসী কুড়েমি সমাজ
৬) জঙ্গলমহল মূল নিবাসী একতা মঞ্চ
৭) ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজ
৮) আদিবাস সমন্বয় মঞ্চ
৯) এস.সি., এস.টি, ও.বি.সি অধিকার রক্ষা মঞ্চ

সভাপতি—শিমুল সোরেন
সম্পাদক—আব্বাস সিদ্দিকি

এতজনের প্রতিনিধি হিসাবে মঞ্চে উঠে আব্বাস একটাও ধর্মীয় কথা বলার সুযোগ পায়নি, এবং ভবিষ্যতেও পাবে বলে মনে হয় না। বাম+কংগ্রেস +আই.এস.এফ শুধুমাত্র আব্বাসের কথায় চলবে না কখনোই।

বাবা শিখিয়েছিলেন, সমমর্যাদা পেলে কেউ কখনো কারো ক্ষতি করার কথা ভাবে না। আমাদের গরিব দেশ। আধপেটা খাওয়া, না খেয়ে থাকাটা মানুষকে অপমানের বোধ দেয় না। মানুষ দুঃখ কষ্ট মানিয়েও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। মানুষের অসহ্য কেবল অসাম্য। এই অসাম্যই অপমানের জন্ম দেয়। জ্বালিয়ে মারে মনুষ্যত্বকে। তাই সাম্যের গান গাই—সবাই যেখানে সম্মান মিলেছি, তার বড়ো ঠাঁই নাই।

আমরা সবাই জানি, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ মানুষকে পেছনে টানে। হাতে হাত মিলিয়ে কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে গেলে হাতে হাত বাঁধতেই হবে। এটাও তো প্রবাদ : উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে। তিনিই মধ্যম যিনি থাকেন তফাতে।

গোটা দেশটায়, সমাজটায় অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। এখন যদি কোনো শত্রুও জলের বালতি হাতে ছুটে আসে, তাকে ফেরানোর প্রশ্নই নেই, কারণ তার সত্ত্বার বিবর্তন ঘটে গেছে, আগুন নেভাতে ছুটে আসা জলের বালতি সমেত হাত তখন কেবলই বন্ধু, উপকারী জন।

বাড়ছে আলুচাষিদের লোকসান

—প্রথম পাতার পর

গতবারের থেকে তিন হাজার হেক্টর বেশি। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ফলনও ভালো। ভোট ঘোষণা হওয়ার আগে ৬ টাকা কেজি আলু ১০ লক্ষ টন হিমঘরের মাধ্যমে কেনার কথা ঘোষণা করেন। যদিও চাষির কাছে ওই দাম লোকসানের বহর বাড়াবে। সকলের দাবি গতবারের মতো ১০ টাকা কেজি সরকার কিনুক। তাহলে অভাবি বিক্রি কমবে। ভোটের দামামা বেজে যাওয়ায় সবটাই বিঁশ বাঁও জলে।

এদিকে ১০ টাকা কেজি আলু কেনার দাবিতে কৃষক সভা ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন চলছে। কৃষক সভার জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন জানান সরকার ৬ টাকা কেজি আলু কেনার ঘোষণা আরও ধাপ্পাবাজি। আত্মহত্যার দিকে চাষিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। যদিও সরকার এক ছটাক আলুও কিনবে না। চাষি তার থেকে বেশি দামে আলু মাঠে বিক্রি করছে। ১ কেজি আলুর উৎপাদন খরচ ৯ টাকা। কৃষক-বিরোধী সরকারকে ভোটবাক্সে জবাব দেবে মানুষ। আলু বেল্টের প্রতি ব্লকে ডেপুটেশন চলছে। দাবি না মানা হলে পথ অবরোধ, জঙ্গি আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১ মার্চ, সেলফ ইনজুরি সচেতনতা দিবস, বিশ্ব নাগরিক দিবস, বিশ্ব অসামরিক প্রতিরক্ষা দিবস। ২. ৩ মার্চ, জাতীয় প্রতিরক্ষা দিবস, বিশ্ব বন্যদিবস, বিশ্ব অঙ্গ দিবস। ৩. ৫ মার্চ। ৪. ৬ মার্চ। ৫. ৮ মার্চ, ১৯১০ সালের ২৬-২৭ আগস্ট ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে। ৬. ১৮৭৩ সালের ১ মার্চ, রায়পুরের জমিদার সিংহ পরিবার (বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায়), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৭. ই. রেমিংটন, ১৮৭৩ সালের ১ মার্চ। ৮. ১৯০৮ সালের ১ মার্চ। ৯. শৈলবালা ঘোষজায়া, বর্ধমানে ১৮৯৪ সালের ২ মার্চ। ১০. ১৯১৯ সালের ২ মার্চ, মস্কোতে। ১১. ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ, অজয় মুখার্জী ও জ্যোতি বসু। ১২. কুষাণরাজ কনিষ্ক, ৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ।

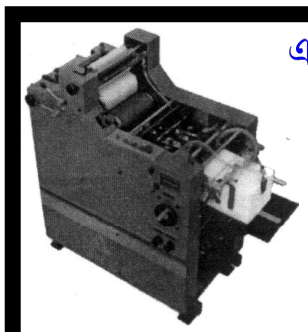

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

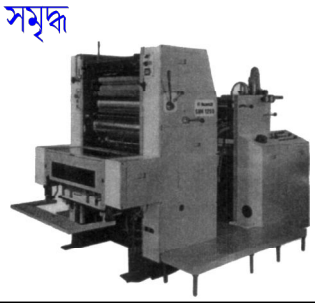

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা